শ্রী রাজীব নোয়ার

বনাম

চিফ কন্ট্রোলিং রেভিনিউ অথোরিটি মহারাষ্ট্র রাজ্য, পুনে এবং অন্যান্যরা

(২০২১ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৫৯৭০)

২৪শে সেপ্টেম্বর ,২০২১

[ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বি. ভি. নাগরত্না, বিচারপতিদ্বয়]

মহারাষ্ট্র স্ট্যাম্প আইন, ১৯৫৮- ধারা ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫২, ৫২ক, ৫৩ (১ক)-স্ট্যাম্প শুল্ক-ফেরত-আপিলকারী একটি আবাসিক ফ্ল্যাট বুক করেছিলেন – তিনি ৮,৪৪,৫০০/- টাকা দিয়ে ই-এসবিটিআর স্ট্যাম্প পেপার কিনেছিলেন – নির্মাতার সাথে বিরোধ দেখা দেয় – আপিলকারী জাতীয় ভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (এনসিডিআরসি)-এর কাছে ভোক্তা অভিযোগ দায়ের করেছিলেন – অভিযোগ অনুমোদিত হয়েছিল – ডেভেলপার সম্পূর্ণ মূল্য ফেরত দিয়েছেন – আপিলকারী দাবি করেছেন স্ট্যাম্প শুল্ক ফেরত – ১৯৫৮ সালের আইনের ধারা ৪৮(৩) অনুসারে ছয় মাসের মধ্যে ফেরতের আবেদন করা হয়নি এই কারণে নিবন্ধনের উপ-পরিদর্শক কর্তৃক উক্ত দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল – হাইকোর্ট রাজস্ব কর্তৃপক্ষের মতামত নিশ্চিত করেছে যে ফেরতের আবেদন সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল – আপিলের সময়, স্থির করা হয়েছে: রাজস্ব কর্তৃপক্ষ ছয় মাসের মধ্যে আবেদন করা হয়নি এই কারণে আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে, মামলাটিকে আইনের ধারা ৪৮-এর অবশিষ্ট বিধানের মধ্যে পড়ে বলে বিবেচনা করে – এই দৃষ্টিভঙ্গিটি যা বাদ দেওয়া হয়েছে তা হল, যদি ফেরতের আবেদনটি ধারা ৪৭-এর বিধানের সাথে সম্পর্কিত না হয়, তাহলে ধারা ৪৮-এর সীমাবদ্ধতার সময়কাল স্পষ্টতই কোনও আবেদন করে না – যেহেতু আপিলকারীর আবেদন ধারা ৪৭ এর আওতায় পড়ে না, ধারা ৪৮ এ নির্ধারিত ছয় মাসের সীমানা প্রযোজ্য হবে না - আপিলকারীর দায়ের করা আবেদন ধারা ৪৭, ৫২ এবং ৫২এ এর আওতায় পড়ে না - আপিলকারীর ফেরতের আবেদন ধারা ৪৭ এর বিধানের সাথে সম্পর্কিত ছিল - এটা সুনিশ্চিত যে একটি ভুল আইনগত বিধানের উল্লেখ, নাগরিককে ফেরতের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না যা অন্যথায় আইনগত বিধানের শর্তাবলী অনুসরণ করে - তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, স্ট্যাম্প পেপারটি সৎভাবে কেনা হয়েছিল, এবং আপিলকারীর আচরণ অযৌক্তিক ছিল না এবং কোনও ইচ্ছাকৃত বা অযৌক্তিক বিলম্বও ছিল না -

আইনের সাধারণ বিধি অনুসারে, ফেরতের অধিকার একটি আইনগত সৃষ্টি - আইন দ্বারা পরিকল্পিত শর্তাবলী অনুসারে ফেরত চাওয়া যেতে পারে - আপিলকারীর মামলাটি কোনও বাস্তব বিধান দ্বারা বিশেষভাবে বাধাগ্রস্ত নয় - তাৎক্ষণিক মামলার মতো ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে যেখানে মামলার তথ্য আইন দ্বারা আওতাভুক্ত নয়, সুপ্রিম কোর্টের অনুচ্ছেদ ১৪২ অনুসারে বিলম্বকে ক্ষমা করার ক্ষমতা থাকবে - যেহেতু তাৎক্ষণিক মামলায় ফেরতের জন্য আবেদন পূরণে বিলম্ব এন.সি.ডি.আর.সি.-এর সামনে দীর্ঘায়িত কার্যক্রমের কারণে হয়েছিল, তাই বিলম্বের কারণে আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করা যাবে না - ফলস্বরূপ, আপিলকারী ই-স্ট্যাম্প পেপার কেনার সময় প্রদত্ত স্ট্যাম্প শুল্ক ফেরত পাওয়ার অধিকারী, শর্তসাপেক্ষে আপিলকারী ই-স্ট্যাম্প পেপারটি স্ট্যাম্প সংগ্রাহকের কাছে ফেরত দেবেন।

আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালত

স্থির করা হয়েছে: ১) মহারাষ্ট্র স্ট্যাম্প আইন, ১৯৫৮-এর ধারা ৪৮ এই বিবৃতি দিয়ে শুরু হয় যে ধারা ৪৭-এর অধীনে ত্রাণের জন্য আবেদন প্রকরণ (১), (২) এবং (৩)" নির্দেশিত সময়ের মধ্যে করা হবে। অন্য কথায়, প্রকরণ (১), (২) এবং (৩)-এ নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার সময়কাল সেই মামলাগুলির ক্ষেত্রে যা ধারা ৪৭ দ্বারা পরিচালিত হয়। রাজস্ব কর্তৃপক্ষ আপীলকারীর দায়ের করা আবেদনটি এই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করে যে আবেদনটি স্ট্যাম্প পেপার কেনার তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে দায়ের করা হয়নি, এই মামলাটিকে আইনের ধারা ৪৮-এর অবশিষ্ট বিধানের মধ্যে পড়ে বলে বিবেচনা করে।এই দৃষ্টিভঙ্গি বম্বে হাইকোর্টের একক বিচারক দ্বারা গৃহীত হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে যা অনুপস্থিত তা হল যে ধারা ৪৮ সম্পূর্ণরূপে কেবল সেই মামলাগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে ত্রাণের আবেদনটি ধারা ৪৭ দ্বারা পরিচালিত হয়। যদি অর্থ ফেরতের আবেদনটি ধারা ৪৭-এর বিধানগুলির উল্লেখ না করে হয়, তবে ধারা ৪৮-এর সীমাবদ্ধতার সময়কালের স্পষ্টভাবে কোনও প্রয়োগ নেই। যেহেতু আপীলকারীর আবেদন ধারা ৪৭-এর কোনও ধারার আওতায় পড়ে না, তাই ধারা ৪৮-এ নির্ধারিত ৬ মাসের সীমাবদ্ধতা সময়কাল আপীলকারীর দ্বারা দাখিল করা ভাতা জি-এর আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। [অনুচ্ছেদ ১৭ এবং ১৮] [৬৩৪-ই-এইচ;-এ-বি]

২)আপীলকারীর দায়ের করা আবেদনটি ৪৭,৫২ এবং ৫২এ ধারার আওতায় পড়েনি। এটা সত্য যে, অর্থ ফেরতের আবেদনটি ৪৭ ধারার বিধানগুলির উল্লেখ করে শিরোনাম করা হয়েছিল। কিন্তু, এটা সুনিশ্চিত যে, একটি ভুল আইনগত বিধানের উল্লেখ,

নাগরিককে অর্থ ফেরতের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না যা অন্যথায় আইনগত বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটে। [অনুচ্ছেদ ২৮] [৬৪০-বি-সি]

৩)বর্তমান ক্ষেত্রে, স্ট্যাম্প পেপারটি বিক্রি করার চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সৎভাবে কেনা হয়েছিল যা বিকাশকারীর সাথে আপিলকারী কর্তৃক কার্যকর করা হবে। বিকাশকারীর সাথে একটি বিরোধ ছিল যার ফলে এন. সি. ডি. আর. সি-র সামনে কার্যধারা শুরু হয়েছিল। আপিলকারীর আচরণে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি এবং অবশ্যই কার্যধারার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করার ক্ষেত্রে আপিলকারীর পক্ষ থেকে কোনও অযৌক্তিক বিলম্ব হয়নি। এন. সি. ডি. আর. সি অভিযোগকারীকে ক্ষতিপূরণের পুরষ্কার সহ চুক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার বিকল্প দেওয়ার অনুমতি দেয় বা বিকল্পভাবে, সুদের সাথে ফেরত চাওয়ার অনুমতি দেয়।আপীলকারী এন. সি. ডি. আর. সি-র আদেশ থেকে দুই মাসের মধ্যে ফেরত দেওয়ার জন্য আবেদন করা পরবর্তী বিকল্পটি ব্যবহার করেছেন। অতএব, আপীলকারীর আচরণ অযৌক্তিক বলে ধরে নেওয়া যায় না বা স্ট্যাম্প শুল্ক ফেরত দেওয়ার জন্য আবেদন করার ক্ষেত্রে আপীলকারীর পক্ষ থেকে কোনও ইচ্ছাকৃত বা অযৌক্তিক বিলম্ব হয়নি। এই ধরনের আবেদন অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে দায়ের করতে হবে।[অনুচ্ছেদ ২৯] [৬৪০-সি-এফ]

৪)আইনের একটি সাধারণ নিয়ম হিসাবে, অর্থ ফেরতের অধিকার একটি বিধিবদ্ধ সৃষ্টি। সংবিধি দ্বারা পরিকল্পিত শর্তাবলী অনুসারে অর্থ ফেরত চাওয়া যেতে পারে। উপরে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, আপিলকারীর ক্ষেত্রে কোনও মূল বিধান দ্বারা বিশেষভাবে বাধা দেওয়া হয় না। এটি একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি যে এই আদালত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪২ এর অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় অবশ্যই বিধিবদ্ধ বিধানগুলিকে উপেক্ষা করবে না এবং অগ্রাহ্য করবে না, বরং স্পষ্ট বিধিবদ্ধ বিধানগুলির নোট নিতে হবে এবং সতর্কতার সাথে তার বিবেচনার প্রয়োগ করতে হবে।অতএব, যদি কোনও সংবিধি কোনও সীমাবদ্ধতার সময়সীমা নির্ধারণ করে, তবে এই আদালতকে অবশ্যই অনুচ্ছেদ ১৪২-এর অধীনে বিলম্বের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে ধীর হতে হবে। তবে, তাৎক্ষণিক মামলার ক্ষেত্রে যেখানে মামলার তথ্যগুলি সংবিধির আওতায় আসে না, সেখানে অনুচ্ছেদ ১৪২-এর অধীনে এই আদালতের বিলম্বকে ক্ষমা করে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করার ক্ষমতা থাকবে। এই আদালতের অভিমত হল যে, যেহেতু এন. সি. ডি. আর. সি-র সামনে দীর্ঘায়িত কার্যধারার কারণে তাত্ক্ষণিক মামলায় অর্থ ফেরতের আবেদন পূরণে বিলম্ব হয়েছিল, তাই বিলম্বের ভিত্তিতে আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। বিচারিক বিলম্বের উপর একজন মামলাকারীর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।

অর্থ ফেরতের আবেদন প্রত্যাখ্যান সমতা, ন্যায়বিচার এবং ন্যায্যতা লঙ্ঘন করবে যেখানে আবেদনকারীকে বিচারিক বিলম্বের শিকার হতে হয়। অতএব, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪২-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য এটি একটি উপযুক্ত মামলা। [অনুচ্ছেদ ৩১] [৬৪১-সি-এফ]

৫)ফলস্বরূপ, আপীলকারী ই-স্ট্যাম্প পেপার কেনার সময় যে স্ট্যাম্প শুল্ক প্রদান করা হয়েছিল তা ফেরত পাওয়ার অধিকারী হবেন, আপীলকারী মুম্বাইয়ের স্ট্যাম্প কালেক্টরের কাছে ই-স্ট্যাম্প পেপার ফেরত দেওয়ার শর্তযুক্ত। কালেক্টরের কাছে ই-স্ট্যাম্প পেপার সরবরাহের এক মাসের মধ্যে ফেরত প্রক্রিয়া করা হবে।[অনুচ্ছেদ ৩২] [৬৪১-জি; ৬৪২-এ]

কমিটি-জি. এফ. আই. এল বনাম লিব্রা বিল্ডটেক প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্যরা (২০১৫) ১৬ এস. সি. সি ৩১: [২০১৫] ১১ এস. সি. আর ৪২০; এ. আর আন্থুলে বনাম আর. এস. নায়েক, (১৯৮৮) ২ এস. সি. সি ৬০২: [১৯৮৮] ১ সম্পূরক. এস. সি. আর ১; ইউনিয়ন কার্বাইড কর্পোরেশন বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন , (১৯৯১) ৪ এস. সি. সি ৫৮৪: [১৯৯১] ১ সম্পূরক. এস. সি. আর ২৫১;সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন , (১৯৯৮) ৪ এস.সি.সি. ৪০৯: [১৯৯৮] ২ এস.সি.আর. ৭৯৫-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গঃ

[২০১৫] ১১ এস. সি. আর ৪২০	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১০
[১৯৮৮] ১ সম্পূরক. এস. সি. আর ১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩১
[১৯৯১] ১ সম্পূরক. এস. সি. আর ২৫১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩১
[১৯৯৮] ২ এস. সি. আর ৭৯৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩১

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ২০২১ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৫৯৭০

২০১৮ সালের ১০০৮৮ নং রিট পিটিশনে বোম্বে হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ২২.১১.২০১৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভুত।

বরুণ সিং, গৌরব নায়ার, শ্রীমতি প্রণতি ভাটনগর, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

রাহুল চিটনিস, শচীন পাতিল, আদিত্য এ. পান্ডে, জিও জোসেফ, আইনজীবীরা. উত্তরদাতাদের পক্ষে।

আদালতের রায় প্রদা করেন

ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি

১)অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে।

২)স্ট্যাম্প শুল্ক ফেরত দেওয়ার জন্য একজন নাগরিকের দাবি এই আদালতে পৌঁছনোর একটি সংক্ষিপ্ত পথ খুঁজে পেয়েছে। আপীলকারী একটি আবাসিক অ্যাপার্টমেন্ট বুক করেছেন, বিল্ডারের সাথে বিরোধ দেখা দিয়েছে। এর ফলে গ্রাহকের অভিযোগ ওঠে। মামলা মোকদ্দমায় সময় লেগেছে। আবেদনকারীকে দাম ফেরত দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। স্ট্যাম্প শুল্ক ফেরত দেওয়ার দাবি রাজ্যের রাজস্ব শাখা এই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করেছে যে ছয় মাসেরও বেশি সময় কেটে গেছে। বম্বে হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তের সাথে একমত হয়ে দাবিটিকে বাসি বলে মনে করেছে। ফেরত দেওয়ার জন্য একটি সাধারণ দাবি রাজস্ব সোর্সিং আইনের জটিলতার দিকে পরিচালিত করে।

৩)এই আপিলটি ২০১৮ সালের ২২শে নভেম্বর বোম্বে হাইকোর্ট অফ জুডিকেচারের একক বিচারপতির একটি রায় থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ রেজিস্ট্রেশন এবং ডেপুটি কন্ট্রোলার অফ স্ট্যাম্পস, পুনে আপীলকারীর দ্বারা দায়ের করা স্ট্যাম্প শুল্ক ফেরত দেওয়ার জন্য একটি আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে, সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্টের এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের আদেশকে বিরোধিতা করা হয়েছিল। আবেদনটি খারিজ করা হয়েছে।

৪)২৪শে এপ্রিল ২০১৪ তারিখে, আপিলকারী পুনের লোধা বেলমন্ডো নামক একটি নির্মাণ প্রকল্পের টাওয়ার নং ২৪-এ ১৬৬০ বর্গফুট আয়তনের একটি আবাসিক ফ্ল্যাট, ইউনিট নং ২০০১, ১,৬৮,৮৮,০৯৫ টাকা মূল্যের বিনিময়ে বুক করেন। আপিলকারী প্রথমে জুলাই ২০১৪ সালের মধ্যে ৩৩,৯১,৭৯৫ টাকা পরিশোধ করেন যা সম্মত বিক্রয় মূল্যের ১৯.৯%, যা একটি নিশ্চিতকরণমূলক ইমেল জারি করা হয়। এরপর ১৫ই জুলাই ২০১৪ তারিখে বরাদ্দপত্র পাঠানো হয়। ১৪ই আগস্ট ২০১৪ তারিখে, আপিলকারী সম্মত মূল্যের মধ্যে ১,৫৮,২৮,২২১ টাকা প্রদান করেন। একটি পরিবহন সম্পাদনের সুবিধার্থে, আপিলকারী বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের জন্য পুনের আউন্ধের আইডিবিআই ব্যাংক থেকে মোট ৮,৪৪,৫০০ টাকায় এমটিআর জিআরএন নম্বর এমএইচ০০২৩৬০৩৮৩২০১৪১৫৫ সম্বলিত একটি সরকারি চালানের মাধ্যমে একটি ই-এসবিটিআর স্ট্যাম্প পেপার কিনেছিলেন।

৫)আপীলকারী এবং ডেভেলপারের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় যা জেডি আবেদনকারীকে জাতীয় 'গ্রাহক বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের[১] সামনে একটি গ্রাহক অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের বিচারাধীন থাকাকালীন, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখের একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে ডেভেলপারকে ফ্ল্যাটে তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ তৈরি করতে নিষেধ করা হয়েছিল।

১)এন.সি.ডি.আর.সি.

অবশেষে ২০১৬ সালের ৬ই মে তারিখে একটি আদেশের মাধ্যমে অভিযোগটি অনুমোদিত হয়। আবেদনকারীকে বিকল্প দেওয়া হয়েছিল যে হয় ডেভেলপারের সাথে চুক্তিটি কার্যকর করার জন্য, যে ক্ষেত্রে ডেভেলপার ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে, অথবা বিকল্পভাবে, যদি আপিলকারী কোনও চুক্তি কার্যকর করতে ইচ্ছুক না হন, তবে ডেভেলপারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে প্রতিটি কিস্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে প্রতি বছর ১২ শতাংশ হারে সুদ সহ পুরো অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য।

৬)এনসিডিআরসি-র আদেশ অনুসারে, ডেভেলপার ১১ জুলাই ২০১৬ তারিখে পণ ফেরতের জন্য একটি চেক জারি করেন। এরপর আপিলকারী ১৬ জুলাই ২০১৬ তারিখে স্ট্যাম্প কালেক্টরের কাছে ৮,৪৪,৫০০ টাকার স্ট্যাম্প শুল্ক ফেরতের জন্য আবেদন করেন। ৫ আগস্ট ২০১৬ তারিখের একটি যোগাযোগের মাধ্যমে, স্ট্যাম্প কালেক্টর ফাইলটি নিবন্ধনের উপ-মহাপরিদর্শকের কাছে প্রেরণ করেন এবং সুপারিশ করেন যে আপিলকারী ছয় মাসের মধ্যে ফেরতের জন্য আবেদন করেননি বলে ফেরত প্রত্যাখ্যান করা উচিত। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখের এক আদেশে, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাম্প ডিউটি ফেরতের আবেদনটি খারিজ করে দেন এই কারণে যে ১৯৫৮ সালের মহারাষ্ট্র স্ট্যাম্প আইনের ধারা ৪৮(৩) অনুসারে ছয় মাসের মধ্যে ফেরতের আবেদন করা হয়নি। আপিলকারী মহারাষ্ট্র স্ট্যাম্প আইন ১৯৫৮ সালের ৫৩(১ক) ধারার অধীনে প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী রাজস্ব কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আপিল দায়ের করেন। একই কারণে ২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে আপিলটি খারিজ করা হয়। আপিলকারী সংবিধানের ২২৬ ধারার অধীনে একটি রিট পিটিশনে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ এবং ২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখের আদেশকে বিরোধিতা করে এবং প্রদত্ত স্ট্যাম্প ডিউটি ফেরতের নির্দেশ দেওয়ার জন্য একটি আদেশ চাওয়ার জন্য বোম্বে হাইকোর্ট অফ জুডিকেচারে আবেদন করেন।

৭)হাইকোর্ট ২০১৮ সালের ২২শে নভেম্বর তার রায়ে আবেদনটি খারিজ করে দেয়, রাজস্ব কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গিকে নিশ্চিত করে যে ই-স্ট্যাম্প কেনার তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে অর্থ ফেরতের আবেদনটি পছন্দ করা হয়নি। হাইকোর্ট এই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে যে ৪৮ (৩) ধারার অধীনে ছয় মাসের অনুকরণের সময়কাল প্রযোজ্য হবে না কারণ আপিলকারীর মামলাটি আইনের ৫২ক ধারার অধীনে পড়ে।এটি লক্ষ্য করা গেছে যে এই আইনের ৪৭,৪৮,৫২ এবং ৫২ক ধারাকে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং ৫২এ ধারার অধীনে একটি আবেদনও ডাকটিকিট কেনার তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে করতে হবে।

সেই অনুযায়ী বিষয়টি এই আদালতে গমন করেছে। ১৮ জানুয়ারী ২০১৯ তারিখে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল।

৮)আপীলকারীর পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী শ্রী বরুণ সিং জমা দিয়েছেন যে, যে পরিস্থিতিতে অর্থ ফেরতের আবেদন দায়ের করা হয়েছিল তা উপলব্ধি করার জন্য নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি মনে রাখা প্রয়োজনঃ

(i) ই-স্ট্যাম্প পেপারটি ২০১৪ সালের ১৬ই আগস্ট কেনা হয়েছিল;

(ii) ডেভেলপারের সাথে বিরোধের পর, আপিলকারী এন.সি.ডি.আর.সি.-তে আবেদন করেন যা প্রাথমিকভাবে ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে তৃতীয় পক্ষের অধিকার তৈরির উপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দেয় এবং অবশেষে ৬ই মে ২০১৬ তারিখে অভিযোগটি মঞ্জুর করে; এবং

(ii) ২০১৬ সালের ১৬ই জুলাই অর্থ ফেরতের আবেদন পাঠানো হয়েছিল।

৯)এই প্রেক্ষাপটে, আপীলকারীর আইনজীবী বলেন যে, নিম্নলিখিত পাঁচটি কারণে, অর্থ ফেরতের আবেদনটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে করা হয়েছিল এবং এটিকে কোনও বাধা বা সীমাবদ্ধতার ভিত্তিতে নিষিদ্ধ করা যাবে নাঃ

(i) এন. সি. ডি. আর. সি-র সামনে ডেভেলপারের সঙ্গে চুক্তির বিষয়ে বিতর্ক বিচারাধীন ছিল;

(ii) (ii) আপীলকারী স্ট্যাম্প শুল্ক প্রদান করেছিলেন এবং আবাসিক ফ্ল্যাট সম্পর্কিত লেনদেন সম্পন্ন করার সুবিধার্থে ই-স্ট্যাম্প পেপারটি যথার্থভাবে কিনেছিলেন;

(iii) এন. সি. ডি. আর. সি-র সামনে আপীলকারীর প্রস্তুতি এবং ইচ্ছা প্রদর্শনের জন্য, আপীলকারীর পক্ষে কার্যধারার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ই-স্ট্যাম্প পেপার ধরে রাখা প্রয়োজন ছিল;

(iv) ই-স্ট্যাম্প পেপার, প্রকৃতপক্ষে, ব্যবহার করা হত যদি এন. সি. ডি. আর. সি-র রায় দেওয়ার ফলে ডেভেলপারের জোর দেওয়া কিছু আপত্তিকর বিধান সরিয়ে বিরোধের সমাধান করা হত; এবং

(v) এন. সি. ডি. আর. সি-র আদেশ অনুসরণ করে, আপীলকারী উপযুক্ত ফোরামের বিচারিক আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ ফেরত চাওয়ার বিকল্পটি ব্যবহার করেছিলেন।

১০)এই পটভূমিতে, আইনজীবী মহারাষ্ট্র স্ট্যাম্প আইন ১৯৫৮ এর ধারা ৪৭, ৪৮ এবং ৫২ক এর বিধানগুলির উপর নির্ভর করেছেন।এটি দাখিল করা হয়েছে যে ধারা ৪৮(৩) এর বিধান যা

ফেরতের জন্য আবেদন দাখিলের জন্য স্ট্যাম্প কেনার তারিখ থেকে ছয় মাসের সময়কাল নির্ধারণ করে, যেখানে মামলাটি ধারা ৪৭ এর বিধান দ্বারা আচ্ছাদিত না হলে কোনও আবেদন করা হবে না। এই পরিস্থিতিতে, ৫২ক ধারাকে আপীলকারীর সুবিধার্থে অনুরোধ করা হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে, ৫২ক ধারা আপিলকারীর সুবিধার্থে কার্যকর হবে বলে জোর দেওয়া হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে, আপিলকারীর আইনজীবী কমিটি-জিএফআইএল বনাম লিব্রা বিল্ডটেক প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্যরা মামলায় এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চের রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন। [২]

১১)আপীলকারীর জমা দেওয়ার বিরোধিতা করে, মহারাষ্ট্র রাজ্যের মুখ্য স্ট্যান্ডিং আইনজীবী শ্রী রাহুল চিটনিস অনুরোধ করেছেন যেঃ

(i) আপীলকারীর দায়ের করা আবেদনটি বিশেষভাবে মহারাষ্ট্র স্ট্যাম্প আইন ১৯৫৮-এর ধারা ৪৭-এর বিধানের অধীনে ছিল

(ii) একবার আপীলকারী স্বীকার করে নিলে যে আবেদনটি ধারা ৪৭-এর প্রসঙ্গে দায়ের করা হয়েছিল, ধারা ৪৮-এ নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার সময়কাল স্পষ্টভাবে আকৃষ্ট হবে;

(iii) প্রকৃতপক্ষে, স্ট্যাম্প শুল্ক ফেরত দেওয়ার আবেদন আইনের ৪৭ (ক) ধারার বিধানের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে; এবং

(iv) এই পরিস্থিতিতে, আপিল কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তে আসার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল যে অর্থ ফেরতের আবেদন সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল,

প্রতিদ্বন্দ্বী জমা আমাদের বিশ্লেষণের জন্য পড়ে।

১২)১৯৫৮ সালের মহারাষ্ট্র স্ট্যাম্প আইনের ৫ম অধ্যায়ের শিরোনাম "কিছু ক্ষেত্রে স্ট্যাম্পের জন্য ভাতা"। ধারা ৪৭ যা "ক্ষতিগ্রস্ত স্ট্যাম্পের জন্য ভাতা" সম্পর্কিত, তা নিম্নরূপ:

৪৭)নষ্ট হয়ে যাওয়া ডাকটিকিটের জন্য ভাতাঃ-প্রয়োজনীয় প্রমাণ বা তদন্ত সংক্রান্ত রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি সাপেক্ষে, কালেক্টর ধারা ৪৮-এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে পারেন এবং যদি তিনি তথ্য সম্পর্কে সন্তুষ্ট হন, তবে এরপরে উল্লিখিত ক্ষেত্রে নষ্ট হয়ে যাওয়া ছাপানো ডাকটিকিটের জন্য ভাতা দিতে পারেন, যথাঃ

(ক) অসাবধানতাবশত এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করা, মুছে ফেলা বা লিখিত ভুল দ্বারা বা অন্য কোনও উপায়ে যে কোনও ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত কোনও উপকরণের আগে উদ্দেশ্যের জন্য অনুপযুক্ত হিসাবে উপস্থাপিত কোনও কাগজের স্ট্যাম্প;

২) (২০১৫) ১৬ এস.সি.সি. ৩১

(খ)যে কোনও নথির স্ট্যাম্প যা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে লেখা হয়, কিন্তু যেটিতে কোনও পক্ষ স্বাক্ষর বা সম্পাদন করে নাঃ

(গ)যে কোনও পক্ষের দ্বারা সম্পাদিত কোনও যন্ত্রের জন্য ব্যবহৃত স্ট্যাম্প যা-

(১) পরে দলটির দ্বারা শুরু থেকেই আইনের দিক থেকে সম্পূর্ণ অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে;

(১ক) পরবর্তীতে আদালত কর্তৃক ১৯৬৩ সালের নির্দিষ্ট ত্রাণ আইনের ৩১ ধারার অধীনে শুরু থেকেই সম্পূর্ণরূপে বাতিল বলে বিবেচিত হয়;

(২) পরে কোনও ত্রুটি বা ভুলের কারণে অনুপযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে, মূলত উদ্দেশ্যের জন্য;

(৩) যে ব্যক্তির দ্বারা এটি কার্যকর করা প্রয়োজন তার মৃত্যুর কারণে, এটি কার্যকর না করে, বা এই জাতীয় কোনও ব্যক্তির এটি কার্যকর করতে অস্বীকার করার কারণে, প্রস্তাবিত ফর্মটিতে উদ্দেশ্যমূলক লেনদেন কার্যকর করার জন্য সম্পন্ন করা যাবে না;

(৪) কোনও বস্তুগত পক্ষের দ্বারা এর কার্যকরকরণের অভাবে এবং স্বাক্ষর করতে তার অক্ষমতা বা অস্বীকার, প্রকৃতপক্ষে অসম্পূর্ণ এবং যে উদ্দেশ্যে এটি উদ্দেশ্য করা হয়েছিল তার জন্য অপর্যাপ্ত;

(৫) কোনও ব্যক্তির এর অধীনে কাজ করতে অস্বীকার করার কারণে, বা এর মাধ্যমে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে কোনও অর্থ অগ্রিম করার কারণে, বা এর মাধ্যমে প্রদত্ত কোনও পদ প্রত্যাখ্যান বা গ্রহণ না করার কারণে, উদ্দেশ্যটি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়;

(৬) একই পক্ষের মধ্যে অন্য কোনও উপকরণ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার উদ্দেশ্যে এবং কম মূল্যের স্ট্যাম্প বহন করার উদ্দেশ্যে লেনদেনের ফলস্বরূপ অকেজো হয়ে যায়

(৭) মূল্যের ঘাটতি এবং এর মাধ্যমে কার্যকর হওয়ার উদ্দেশ্যে লেনদেনটি একই পক্ষের মধ্যে অন্য কোনও উপকরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং কম মূল্যের স্ট্যাম্প বহন করে;

(৮) অসাবধানতাবশত এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট হয়ে যায় এবং পরিবর্তে যেখানে একই পক্ষের মধ্যে এবং একই উদ্দেশ্যে তৈরি অন্য কোনও উপকরণ কার্যকর করা হয় এবং যথাযথভাবে স্ট্যাম্প করা হয়ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সম্পাদিত দলিলের ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (১ক) এর আওতাধীন দলিল ব্যতীত, এমন কোনও আইনি কার্যক্রম শুরু হয়নি

যেখানে দলিলটি সাক্ষ্য হিসেবে দেওয়া বা উপস্থাপন করা যেত বা করা যেত এবং দলিলটি বাতিল করার জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে, অথবা ইতিমধ্যেই বাতিল করার জন্য আদালতে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা-ধারা ৩২-এর অধীনে কালেক্টরের শংসাপত্র যে কোনও যন্ত্রের থেকে যে সম্পূর্ণ শুল্ক নেওয়া হয় তা এই ধারার অর্থের মধ্যে একটি ছাপানো স্ট্যাম্প।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৩)ধারা ৪৭ রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলীর অধীন যা প্রয়োজনীয় প্রমাণ বা তদন্তের ক্ষেত্রে প্রণীত। এই বিধানে বলা হয়েছে যে, কালেক্টর, (ক) থেকে (গ) প্রকরনে বর্ণিত ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ছাপানো স্ট্যাম্পের জন্য ভাতা চাওয়ার আবেদনের ক্ষেত্রে, ভাতা দিতে পারবেন। ধারা ৪৭-এর শুরুর কথায় আরও বলা হয়েছে যে, ধারা ৪৮-এর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ধারা ৪৭-এর অধীনে আবেদন করতে হবে। ধারা ৪৭-এর ভূমিকায় বলা হয়েছে, "মামলায় ক্ষতিগ্রস্ত ছাপানো স্ট্যাম্প" - যা (ক) থেকে (গ) ধারায় অন্তর্ভুক্ত। প্রকরণ (ক) এমন পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত যেখানে কোনও কাগজের স্ট্যাম্পটি অসাবধানতাবশত বা অপ্রত্যাশিতভাবে নষ্ট হয়ে যায়, মুছে ফেলা হয় বা অযোগ্য করে দেওয়া হয়, হয় লিখিত ত্রুটির কারণে অথবা অন্য কোনও উপায়ে, কোনও ব্যক্তির দ্বারা লিখিত দলিলটি কার্যকর করার আগে। (ক) প্রকরণের উদ্দেশ্য হল নিশ্চিত করা যে, যেসব ছাপা স্ট্যাম্প অসাবধানতাবশত নষ্ট হয়ে গেছে অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট হয়ে গেছে অথবা যেখানে স্ট্যাম্প পেপারটি যে উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্যে অযোগ্য হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে 'ভাতা' প্রদান করা হয়েছে। এই কারণেই (ক) প্রকরনে ব্যবহৃত অভিব্যক্তিগুলি নষ্ট, বিলুপ্ত, অথবা অযোগ্য হয়ে গেছে।

১৪)ধারা ৪৭ এর মধ্যে তিনটি শ্রেণীর মামলাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেঃ (i) নষ্ট করা হয়েছে; (ii) মুছে ফেলা হয়েছে; এবং (iii) লিখিত ত্রুটি বা 'অন্য কোনও উপায়ে' এই উদ্দেশ্যে অনুপযুক্ত। রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তি হলো, আপিলকারীর মামলাটি তৃতীয় শ্রেণীর আওতায় পড়বে কারণ এটিকে সম্পত্তি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। এই আবেদনটি বিধানে ব্যবহৃত 'উদ্দেশ্য' শব্দটির উপর নির্ভর করে। আবেদনটি বিধানের সরল পাঠের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। "অন্য কোনও উপায়" শব্দটি অবশ্যই এর পূর্বে থাকা শব্দগুলির প্রেক্ষাপটে পড়তে হবে, যথা, "লেখায় ত্রুটি"। "অন্য কোনও উপায়ে" শব্দটি ইঙ্গিত করবে যে, স্ট্যাম্প পেপারে দলিল লেখার ত্রুটির অনুরূপ, আইনসভাটি স্ট্যাম্প পেপারের যেকোনোভাবে বিকৃতকরণকে নির্দেশ করার উদ্দেশ্যে তৈরি।

"অন্য কোনও উপায়" বলতে অন্য কোনও পদ্ধতি বোঝায় যার মাধ্যমে স্ট্যাম্প পেপারটি যে উদ্দেশ্যে কেনা হয়েছিল তার জন্য অযোগ্য করে তোলা হয়। তদুপরি, ধারা ৪৭-এর প্রাথমিক শব্দগুলিতে বলা হয়েছে যে সংগ্রাহককে অবশ্যই সন্তুষ্ট হতে হবে যে স্ট্যাম্পটি 'নষ্ট' হয়েছে। প্রকরণ (ক) থেকে (গ) 'নষ্ট স্ট্যাম্প' অভিব্যক্তিটির আওতায় থাকা মামলাগুলি নির্ধারণ করে। ধারা ৪৭-এর জোর উদ্দেশ্যের উপর নয় বরং অনুপযুক্ত স্ট্যাম্পের উপর। অতএব, এমন একটি মামলা যেখানে স্ট্যাম্পটি ব্যবহার করা হয়নি কারণ ক্রয়ের পরে এটির প্রয়োজন নেই তা ধারা ৪৭-এর আওতায় পড়বে না।কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রে যেখানে লিখিত ত্রুটি বা অন্য কোনও উপায়ে স্ট্যাম্পটি উদ্দেশ্যের জন্য অনুপযুক্ত, সেই বিধানের আওতায় আসবে। আপীলকারীর ক্ষেত্রে এটি নয় যে স্ট্যাম্প পেপারটি নষ্ট করা হয়েছে বা মুছে ফেলা হয়েছে বা যে উদ্দেশ্যে এটি প্রয়োজন ছিল তার জন্য অনুপযুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান ক্ষেত্রে, এটি সাধারণ ভিত্তি যে স্ট্যাম্প পেপারটি নষ্ট হয়নি তবে যে উদ্দেশ্যে স্ট্যাম্পটি কেনা হয়েছিল তা এন. সি. ডি. আর. সি-র রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে। অতএব, ধারা ৪৭-এর প্রকরণ (ক)-এর বিধানগুলি প্রয়োগ করার কোনও সুযোগ থাকবে না।

১৫)ধারা ৪৭-এর প্রকরণ (গ) "যে কোনও পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত কোনও যন্ত্রের জন্য ব্যবহৃত স্ট্যাম্প" অভিব্যক্তি দিয়ে শুরু হয় এবং এর পরে আটটি উপ-ধারা রয়েছে। অন্য কথায়, ধারা ৪৭-এর প্রকরণ (গ) কেবল তখনই প্রযোজ্য যেখানে কোনও যন্ত্রের জন্য একটি স্ট্যাম্প পেপার ব্যবহার করা হয়েছে যা যন্ত্রের কোনও পক্ষ দ্বারা কার্যকর করা হয়েছে। অতএব, উদাহরণস্বরূপ, উপ-ধারা (২) বোঝায় যে যন্ত্রটি পরবর্তীকালে কোনও ত্রুটি বা ভুলের কারণে অনুপযুক্ত বলে প্রমাণিত হয় যার জন্য এটি মূলত উদ্দেশ্য করা হয়েছিল।উপ-প্রকরণ (৪) এমন পরিস্থিতিতে বিজ্ঞাপন দেয় যেখানে কোনও বস্তুগত পক্ষ দ্বারা যন্ত্রটি কার্যকর করা হয়নি এবং তার অক্ষমতা বা স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করার ফলে যন্ত্রটি যে উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল তার জন্য অসম্পূর্ণ এবং অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ে। ধারা ৪৭-এর প্রকরণ (গ)-এর বর্তমান মামলার তথ্যের কোনও প্রয়োগ নেই কারণ এটি সাধারণ ভিত্তি যে স্ট্যাম্পটি ইতিমধ্যে কোনও পক্ষ দ্বারা সম্পাদিত কোনও যন্ত্রের জন্য ব্যবহার করা হয়নি।

১৬)এখন এই প্রেক্ষাপটে আইনের ৪৮ ধারায় বিজ্ঞাপন দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ধারা ৪৮-এ নিম্নরূপ বিধান রয়েছেঃ

"৪৮)ধারা ৪৭ এর অধীনে প্রতিকারের জন্য আবেদন কখন করতে হবে। - ধারা ৪৭ এর অধীনে প্রতিকারের জন্য আবেদন নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে করতে হবে, অর্থাৎ-

(১) প্রকরণ (গ) (৫)-এ উল্লিখিত ক্ষেত্রে, যন্ত্রের তারিখের ছয় মাসের মধ্যেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ১৯০৮ সালের নিবন্ধীকরণ আইনের ২৫ নং অনুচ্ছেদের অধীনে যে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য স্ট্যাম্প শুল্ক প্রদান করা হয়, সেই স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির চুক্তি নিবন্ধীকরণের জন্য উপস্থাপন করা হলে এবং বিক্রেতা যদি স্থাবর সম্পত্তির দখল দিতে অস্বীকার করেন, যা এই ধরনের চুক্তির বিষয়, তা হলে দলিলের তারিখের দুই বছরের মধ্যে আবেদন করা যেতে পারে [অথবা যদি এই ধরনের চুক্তি নিবন্ধিত বাতিলকরণ দলিলের মাধ্যমে বাতিল করা হয়, যার কারণ হল, আবাসন সংক্রান্ত বিরোধ, অপর্যাপ্ত অর্থ, সম্মত বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক বিরোধ, বা পরে অবৈধ নির্মাণ বা অন্য কোনও বস্তুগত তথ্য দমন করা বলে প্রমাণিত হয়, তা হলে এই ধরনের নিবন্ধিত বাতিলকরণের তারিখ থেকে দুই বছরের মধ্যে আবেদন করা যেতে পারে;

(২) যখন অনিবার্য পরিস্থিতিতে অন্য কোনও যন্ত্রের পরিবর্তে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে তা বাতিল করার জন্য ছেড়ে দেওয়া যায় না, তখন প্রতিস্থাপিত যন্ত্রটি কার্যকর করার তারিখের ছয় মাসের মধ্যে আবেদন করা যেতে পারে।

(৩) অন্য যে কোনও ক্ষেত্রে, স্ট্যাম্প কেনার তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে।

ধারা ৪৮ এই বিবৃতি দিয়ে শুরু হয় যে, ধারা ৪৭-এর অধীনে ত্রাণের আবেদন প্রকরণ (১), (২) এবং (৩)-এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে করা হবে। অন্য কথায়, প্রকরন (১), (২) এবং (৩)-এ নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার সময়সীমা ধারা ৪৭ দ্বারা পরিচালিত মামলাগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রকরণ (১) শর্ত দেয় যে প্রকরণ (গ) (৫) দ্বারা পরিচালিত মামলাগুলির জন্য, যে সময়ের মধ্যে আবেদন দাখিল করতে হবে তা দলিলের তারিখের ছয় মাস হবে।প্রকরণ (২) নির্দিষ্ট করে যে, অনিবার্য পরিস্থিতিতে, যে কোনও উপকরণের জন্য অন্য কোনও উপকরণ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে তা বাতিল করার জন্য ছেড়ে দেওয়া যায় না, এমন ক্ষেত্রে, প্রতিস্থাপনকারী উপকরণ কার্যকর করার তারিখের ছয় মাসের মধ্যে আবেদন করা যেতে পারে। প্রকরণ (৩) যা একটি অবশিষ্ট বিধান, স্ট্যাম্প কেনার তারিখ থেকে ছয় মাসের সীমাবদ্ধতার ব্যবস্থা করে।

১৮)রাজস্ব কর্তৃপক্ষ আপীলকারীর দায়ের করা আবেদনটি এই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করেছে যে আবেদনটি স্ট্যাম্প পেপার কেনার তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে দায়ের করা হয়নি, মামলাটিকে আইনের ৪৮ ধারার অবশিষ্ট বিধানের মধ্যে পড়ে বলে বিবেচনা করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি বোম্বে হাইকোর্টের একক বিচারক দ্বারা গৃহীত হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি যা বাদ দেয় তা হল, ধারা ৪৮ সম্পূর্ণরূপে কেবলমাত্র সেইসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে প্রতিকারের আবেদন ধারা ৪৭ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

যদি অর্থ ফেরতের আবেদন ধারা ৪৭-এর বিধানগুলির সাথে সম্পর্কিত না হয়, তবে ধারা ৪৮-এর সীমাবদ্ধতার সময়কালের স্পষ্টভাবে কোনও প্রয়োগ নেই। যেহেতু আপীলকারীর আবেদন ধারা ৪৭-এর কোনও ধারার আওতায় পড়ে না, তাই ধারা ৪৮-এ নির্ধারিত ৬ মাসের সীমাবদ্ধতা সময়কাল আপীলকারীর দ্বারা দায়ের করা ভাতার আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

১৯)ছাড়ের জন্য আপীলকারীর আবেদন ধারা ৪৭-এর আওতায় আসে না বলে পর্যবেক্ষণ করার পরে, আইনের অন্য কোনও বিধানের আওতায় পড়ে না কিনা তা নির্ধারণ করা আবশ্যক। ধারা ৪৯-এ বলা হয়েছে যে কোনও ব্যাঙ্ক বা সংস্থার দ্বারা মুদ্রিত উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত স্ট্যাম্প পেপারগুলির জন্য কোনও সময়সীমা ছাড়াই ছাড় দেওয়া যেতে পারে, যদি ফর্মগুলি ব্যাঙ্ক বা সংস্থাগুলির দ্বারা প্রয়োজনীয় না হয়। সুতরাং, আপীলকারীর আবেদন ধারা ৪৯-এর আওতায় আসে না। ধারা ৫০-এ বলা হয়েছে যে অপব্যবহার করা স্ট্যাম্পগুলির জন্য ছাড় দেওয়া যেতে পারে।এই বিধানটি 'অপব্যবহারকৃত স্ট্যাম্প' শব্দটির আওতায় নিয়ে আসে, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মূল্যের স্ট্যাম্প বা কোনও নিয়ম বা স্ট্যাম্প দ্বারা নির্ধারিত ব্যতীত বর্ণনার স্ট্যাম্প যা অকেজো কারণ উপকরণটি বিধান লঙ্ঘন করে লেখা হয়েছে বা যেখানে স্ট্যাম্প শুল্কের সাথে যন্ত্রটি চার্জ না করা হলে একটি স্ট্যাম্প ব্যবহার করা হয়েছে। ধারা ৫০ কেবল সেই ক্ষেত্রেই অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে স্ট্যাম্প পেপারে অসাবধানতাবশত ভুল করা হয়। অতএব, আপীলকারীর ক্ষেত্রে ধারা ৫০ এর আওতায় আসে না কারণ ই-স্ট্যাম্পে কোনও ভুল নেই, তা মূল্য বা বিবরণের ক্ষেত্রেই হোক।ধারা ৫১ ধারা ৪৭,৪৯ এবং ৫০ এর অধীনে আসা মামলাগুলির জন্য ভাতা চাওয়ার পদ্ধতি নির্ধারণ করে এবং এইভাবে আপিলকারীর দাবির কোনও প্রয়োগ নেই।

২০)এখন আইনের ৫২ ধারা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যা নিম্নরূপ প্রদান করেঃ

৫২)ডাকটিকিটের জন্য ভাতার প্রয়োজন নেইঃ যখন কোনও ব্যক্তির কাছে এমন কোনও ডাকটিকিট বা ডাকটিকিট থাকে যা নষ্ট করা হয়নি, নষ্ট করা হয়নি বা উদ্দেশ্যের জন্য অনুপযুক্ত বা অকেজো হয়ে গেছে, কিন্তু যার জন্য তার কোনও তাৎক্ষণিক ব্যবহার নেই, তখন কালেক্টর সেই ব্যক্তিকে সেই ডাকটিকিট বা ডাকটিকিটের মূল্য অর্থ দিয়ে পরিশোধ করবেন, বাতিল করার জন্য সেই ডাকটিকিট সরবরাহকারী ব্যক্তির উপর [রাজ্য সরকার কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণ] কেটে নেবেন এবং কালেক্টরের সন্তুষ্টির প্রমাণ করবেন -

(ক) এই ধরনের ডাকটিকিট বা ডাকটিকিটগুলি ব্যবহার করার আন্তরিক অভিপ্রায় নিয়ে এই ধরনের ব্যক্তি কিনেছিলেন; এবং

(খ) যে তিনি এর পুরো মূল্য দিয়েছেন; এবং

(গ) যে তারিখে সেগুলি বিতরণ করা হয়েছিল তার আগের ১ [ছয় মাস] সময়ের মধ্যে সেগুলি ক্রয় করা হয়েছিলঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সেই ব্যক্তি যদি স্ট্যাম্পের একজন লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতা হন, তা হলে কালেক্টর যদি উপযুক্ত মনে করেন, তা হলে বিক্রেতার প্রকৃত অর্থ পূর্বোক্ত কোনও ছাড় ছাড়াই পরিশোধ করতে পারবেন।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

ধারা ৫২ ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় নয় এমন ডাকটিকিটের ক্ষেত্রে ছাড়ের বিধান নিয়ে আলোচনা করে। দুই ধরনের ডাকটিকিট রয়েছে যা ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হয় না। প্রথমটি হল যেখানে ডাকটিকিটটি নষ্ট করা হয়, যেমনটি আইনের ধারা ৪৭ দ্বারা আচ্ছাদিত। দ্বিতীয়টি হল যেখানে ডাকটিকিটটি নষ্ট করা হয় না কিন্তু ডাকটিকিটের প্রয়োজন হয় না কারণ ক্রেতার এটির কোনও ব্যবহার নেই। ধারা ৫২ বিশেষভাবে বিভাগের প্রথমটিকে বাদ দেয় কারণ এটি ইতিমধ্যে ধারা ৪৭ দ্বারা আচ্ছাদিত। বিধানটি শুধুমাত্র দ্বিতীয় বিভাগের শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।সুতরাং, ধারা ৫২ এমন ডাকটিকিটগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যা নষ্ট হয় না কিন্তু পরবর্তী কোনও ঘটনা ঘটলে আপীলকারীর কোনও কাজে আসে না যা ডাকটিকিট কেনার উদ্দেশ্যকে অকার্যকর বা নগন্য করে তোলে। ধারা ৫২ প্রয়োগের জন্য, আবেদনকারীকে অবশ্যই সম্পূর্ণ মূল্য প্রদানের ভিত্তিতে 'ডাকটিকিটটি কিনতে হবে, এটি ব্যবহার করার একটি সৎ অভিপ্রায় সহ। তবে, ডাকটিকিট কেনার ছয় মাসের মধ্যে, ক্রয়ের উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি। এই ধরনের পরিস্থিতি একাধিক পরিস্থিতিতে দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি একটি ভবন কেনার জন্য একটি ডাকটিকিট সংগ্রহ করতে পারেন।যাইহোক, বিক্রির চুক্তি কার্যকর হওয়ার আগে, ভূমিকম্পের পরে ভবনটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এই ক্ষেত্রে, স্ট্যাম্প পেপারের কোনও ব্যবহার নেই। এটি এমন একটি ক্ষেত্রেও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যেখানে বিক্রেতা স্ট্যাম্প পেপার কেনার পরে সম্পত্তি বিক্রি করার জন্য তার সম্মতি ফিরিয়ে নিয়েছে। এই ক্ষেত্রে, কেনা স্ট্যাম্পটির কোনও ব্যবহার থাকবে না কারণ যে উদ্দেশ্যে এটি কেনা হয়েছিল তা বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

২১)এটি যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে ধারা ৫২-এ "যার জন্য তাঁর কোনও তাৎক্ষণিক ব্যবহার নেই" শব্দগুলির ব্যবহার কেবল সেই ক্ষেত্রেই অন্তর্ভুক্ত হবে যেখানে স্ট্যাম্প কেনার উদ্দেশ্য এখনও বৈধ তবে বিলম্বিত হলে উদ্দেশ্যটি কার্যকর করা হবে এবং 'তাৎক্ষণিক' নয়। তবে, বিধানটির সামগ্রিক পাঠের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের ব্যাখ্যাটি ভুল।

'তাৎক্ষণিক' বাক্যাংশের ব্যবহার অবশ্যই বিধান দ্বারা নির্ধারিত সীমাবদ্ধতা সময়ের প্রেক্ষাপটে পড়তে হবে। যেহেতু ধারা ৫২-এ এর আওতায় আসা মামলাগুলির জন্য ছয় মাসের সীমাবদ্ধতা সময়কাল আরোপ করা হয়েছে, তাই 'তাৎক্ষণিক ব্যবহার নয়' বাক্যাংশের ব্যবহারকে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উদ্দেশ্যের স্থায়ী পরিত্যাগ বা বিলম্ব (স্ট্যাম্প কেনার ছয় মাসের বেশি) বোঝাতে ব্যাখ্যা করা উচিত।

২২)তবে, ধারা ৫২ শুধুমাত্র সেইসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে আপীলকারীর জানা ছিল যে, কেনা স্ট্যাম্পটি কেনার তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হবে না। এই বিধানটি সেইসব ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারীভাবে প্রয়োগ করা যাবে না যেখানে স্ট্যাম্পের ক্রেতা জানতেন না যে, স্ট্যাম্পটি কেনার ছয় মাসের মধ্যে ব্যবহারের জন্য স্ট্যাম্পের প্রয়োজন হবে না। তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, আপীলকারীর এই বিষয়টি সম্পর্কে কোনও জ্ঞান ছিল না যে, স্ট্যাম্পটি কেনার ছয় মাসের মধ্যে তার প্রয়োজন ছিল না। তিনি নির্মাতার সাথে তার অধিকার নিয়ে একটি সৎ প্রতিযোগিতায় ছিলেন।অতএব, 'আপীলকারীর' মামলাটি আইনের ৫২ ধারার অধীনেও পড়বে না।

২৩)আপিলকারীর আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে আপিলকারীর মামলাটি আইনের ৫২ক ধারার আওতায় পড়ে। এখন, ধারা ৫২ক-এর বিধানগুলিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া প্রয়োজন, যা নিম্নরূপ প্রদান করেঃ

৫৩ক)শুল্কের জন্য ভাতাঃ-(১) ধারা ৪৭,৫০,৫১ ও ৫২-এ যা কিছুই থাকুক না কেন, যখন ধারা ১০ বা ধারা ১০ক বা ধারা ১০৮-এর উপ-ধারা (৩)-এর অধীনে স্ট্যাম্প বা নগদে শুল্ক প্রদান করা হয় এবং যখন প্রদত্ত শুল্কের পরিমাণ এক লক্ষ টাকার বেশি হয়, তখন সংশ্লিষ্ট কালেক্টর স্ট্যাম্প বা চালানের অধীনে প্রদত্ত নগদ অর্থের জন্য ভাতা দেবেন না, যা নষ্ট হয়ে গেছে বা অপব্যবহার করা হয়েছে বা ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় নয়, তবে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করার পরে আবেদনটি তার মন্তব্য সহ এই ঠিকানায় প্রেরণ করবেন -

(ক) মুম্বাই সিটি জেলা এবং 'মুম্বাই শহরতলি জেলায় কর্মরত কালেক্টরদের দ্বারা পরিচালিত মামলাগুলির জন্য ডাকটিকিটের অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রক; এবং

(খ) প্রকরণ (ক) তে উল্লিখিত মামলা ব্যতীত সংগ্রাহকদের দ্বারা পরিচালিত মামলার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের নিবন্ধন উপ-মহাপরিদর্শক এবং ডাকটিকিট নিয়ন্ত্রক।

(২) ডাকটিকিটের অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রক অথবা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট নিবন্ধীকরণের উপ-মহাপরিদর্শক এবং ডাকটিকিটের উপ-নিয়ন্ত্রক, এইরূপ আবেদন প্রাপ্তির পর তা বিবেচনা করতে পারবেন এবং এইরূপ ভাতা দেওয়া হবে কি না, সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন এবং তদনুসারে, যদি ভাতার পরিমাণ দশ লক্ষ টাকার বেশি না হয়, তা হলে তা মঞ্জুর করবেন এবং যদি তা দশ লক্ষ টাকার বেশি হয়, তা হলে সিদ্ধান্তের জন্য মুখ্য রাজস্ব নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছে তার মন্তব্য সহ এই ধরনের আবেদন জমা দেবেন।

(৩) প্রধান নিয়ন্ত্রক রাজস্ব কর্তৃপক্ষ এই ধরনের আবেদন পাওয়ার পর যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে যে, এই ধরনের ভাতা দেওয়া হবে কি না এবং তার উপর এমন আদেশ জারি করবে যা তিনি ন্যায়সঙ্গত ও যথাযথ মনে করবেন, যা চূড়ান্ত হবে এবং কোনও আদালতে বা কোনও কর্তৃপক্ষের সামনে প্রশ্ন করা হবে না।

২৪)ধারা ৫২ক-তে একটি অনির্দিষ্ট ধারা রয়েছে যা ধারা ৪৭,৫০,৫১ এবং ৫২-এ যা কিছুই থাকুক না কেন তা কার্যকর হয়। ধারা ৫২ক-তে বলা হয়েছে যে, যখন স্ট্যাম্প শুল্কের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার বেশি হবে, তখন সংশ্লিষ্ট কালেক্টর ডাকটিকিট বা চালানের আওতায় প্রদত্ত নগদ অর্থের জন্য ভাতা দেবেন না, তবে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করার পরে আবেদনটি তাঁর মন্তব্য সহ স্ট্যাম্পের অতিরিক্ত কালেক্টর (মুম্বাই সিটি জেলা এবং মুম্বাই উপ-নগর জেলাগুলিতে কর্মরত কালেক্টরদের দ্বারা পরিচালিত মামলাগুলির জন্য) এবং অন্যান্য অঞ্চলের মামলাগুলির জন্য সংশ্লিষ্ট ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ রেজিস্ট্রেশন এবং ডেপুটি কন্ট্রোলিং অফ স্ট্যাম্পের কাছে প্রেরণ করবেন।

২৫)আইনের ৫২ক(২) ধারা অনুসারে, অতিরিক্ত স্ট্যাম্প কালেক্টর অথবা ক্ষেত্রমত ডিআইজি আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই করে সিদ্ধান্ত নেবেন যে ভাতা দেওয়া উচিত কিনা এবং যদি ভাতার পরিমাণ ২০ লক্ষ টাকার বেশি না হয় তবে তিনি তা মঞ্জুর করবেন। যদি ২০ লক্ষ টাকার বেশি হয়, তাহলে আবেদনপত্রটি প্রধান নিয়ন্ত্রক রাজস্ব কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র গ্রহণের পর প্রধান নিয়ন্ত্রক রাজস্ব কর্তৃপক্ষকে ভাতা দেওয়া উচিত কিনা তা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ২০০৬ সালের মহারাষ্ট্র আইন ১২ দ্বারা ধারা ৫২ক-এর বিধানগুলি ১ মে ২০০৬ থেকে কার্যকর করা হয়েছিল। একটি সংশোধনীর মাধ্যমে, উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত ৫ লক্ষ টাকার পরিমাণ মহারাষ্ট্র আইন ২০১৫ দ্বারা ১ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করা হয়েছিল, যা ২৪ এপ্রিল ২০১৫ থেকে কার্যকর হয়েছিল। একইভাবে উপ-ধারা (২) এ, একই সংশোধনী বিধানের মাধ্যমে ২০ লক্ষ টাকার পরিমাণ পূর্ববর্তী ১০ লক্ষ টাকার পরিমাণ থেকে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

২৬)উপরে উল্লিখিত ধারা ৫২ক -এর বিধানগুলি ধারা ৪৭,৫০,৫১ এবং ৫২-এর বিধানগুলির উপর ওভাররাইডিং বল এবং প্রভাব ফেলে। এটি লক্ষ করা প্রাসঙ্গিক যে নন অব্স্ট্যান্ট ধারাটি আইনের ৪৮ এবং ৪৯ ধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যদিও ধারা ৪৮ ধারা ৪৭ দ্বারা আচ্ছাদিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি সীমাবদ্ধতা ধারা, ধারা ৪৯ এমন একটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে কোনও সীমাবদ্ধতা সময়কাল নির্ধারিত করা হয়নি।ধারা ৫২ক কেবল তখনই আপীলকারীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে যদি বিধানটি পূর্ববর্তী বিধানগুলিতে নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার সময়কালকে অগ্রাহ্য করার জন্য ব্যাখ্যা করা হয় এবং যদি এটি একটি অবশিষ্ট মূল বিধান হিসাবে বিবেচিত হয় যা 'কোনও বিধানের আওতাভুক্ত নয় এমন সমস্ত মামলাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করবে। আমরা এখন এই ধরনের ব্যাখ্যার বৈধতা বিবেচনা করব।

২৭)যদি ধারা ৫২ক ধারা ৫০, ৫১ এবং ৫২ দ্বারা নির্ধারিত সীমা বাতিল করার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়, তাহলে ধারা ৪৮-কে বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল কারণ ধারা ৪৮ হল ধারা ৪৭-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সীমাবদ্ধতা বিধান। ধারা ৪৮ ধারা ৫২ক-এর অ-বাধ্য বিধানে অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব এটি অন্তর্নিহিত উপাদান নির্দেশ করে যে ধারা ৫২ক-এর অ-বাধ্য ধারার উদ্দেশ্য ছিল ধারা ৪৭, ৫০, ৫১ এবং ৫২-এর অধীনে ভাতার দাবির সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিচারক কর্তৃপক্ষের (অর্থাৎ কালেক্টর) এখতিয়ার বাতিল করা। ধারা ৫২ক বিশেষভাবে কালেক্টরের এই বিধানগুলির মধ্যে থাকা ভাতার দাবির সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হরণ করে এবং স্ট্যাম্প শুল্কের পরিমাণ পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি হলে অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমতা ন্যস্ত করে। এই ক্ষেত্রে, আবেদনটি কালেক্টরের কাছে করা হলেও, তার কোনও বিচারক ক্ষমতা থাকবে না। কালেক্টরকে অবশ্যই আবেদনটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে হবে যেমনটি ধারা ৫২ক-এ উল্লেখিত মন্তব্য সহ এবং এই কর্তৃপক্ষের দাবির সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকবে। ধারা ৫২ক-এ মামলার বিচারে কালেক্টরের কর্তৃত্বকে কেবল অগ্রাহ্য করে, এই ব্যাখ্যাটি স্পষ্ট যে, ধারা ৪৯-এর বিধানটি যেখানে বিচারক কর্মকর্তা হলেন প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী রাজস্ব কর্তৃপক্ষ, তাকে অগ্রাহ্য করে না। এই ক্ষেত্রে, ধারা ৫২ক-কে এমন কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে একটি অবশিষ্ট ধারা হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না যা অন্য কোনও বিধানের আওতায় আসে না। বিপরীত ব্যাখ্যা অর্থনৈতিক ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে একটি কৃত্রিম শ্রেণী তৈরি করবে, কারণ যেসব ক্ষেত্রে প্রদত্ত স্ট্যাম্প শুল্ক পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি হবে, সেসব ক্ষেত্রেই কোনও সীমাবদ্ধতা সময়কাল প্রয়োগ না করেই অবশিষ্ট মামলা হিসেবে বিচার করা হবে, অন্যদিকে একই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে কিন্তু যেখানে প্রদত্ত স্ট্যাম্প শুল্ক পাঁচ লক্ষ টাকার কম, সেইসব ক্ষেত্রে এই বিধানের আশ্রয় নেওয়া যাবে না। এটি ব্যাখ্যার একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি যে কোনও ব্যাখ্যা যা কোনও বিধানের সাংবিধানিকতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায় তার থাকবে।ব্যাখ্যার একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি হল যে, এমন একটি ব্যাখ্যা করতে হবে যা কোনও বিধানের সাংবিধানিক বৈধতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

এমন একটি ব্যাখ্যা যা একটি বিদ্বেষপূর্ণ বৈষম্যের দিকে পরিচালিত করে তা অবশ্যই বাদ দিতে হবে। সুতরাং, ধারা ৫২ক-এর উদ্দেশ্য পূর্ববর্তী কোনও মূল ধারার অধীনে আনা হয়নি এমন আবেদনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা বা সীমাবদ্ধতার ধারাগুলিকে অগ্রাহ্য করা ছিল না।

২৮)স্পষ্টতই, এবং আমরা উপরে যে কারণগুলি নির্দেশ করেছি তার জন্য, আপীলকারীর দায়ের করা আবেদনটি ধারা ৪৭,৫২ এবং ৫২ক-এর আওতায় পড়েনি। এটা সত্য যে অর্থ ফেরতের আবেদনটি ধারা ৪৭-এর বিধানগুলির সাথে সম্পর্কিত ছিল। তবে, এটি ভালভাবে স্থির করা হয়েছে যে একটি ভুল বিধিবদ্ধ বিধানের উল্লেখ নাগরিককে অর্থ ফেরতের অধিকার থেকে বহিষ্কার করতে পারে না যা অন্যথায় একটি বিধিবদ্ধ বিধানের শর্তাবলী অনুসরণ করে।

২৯)বর্তমান ক্ষেত্রে, স্ট্যাম্প পেপারটি বিক্রি করার চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সৎভাবে কেনা হয়েছিল যা বিকাশকারীর সাথে আপিলকারীর দ্বারা কার্যকর করা হবে। বিকাশকারীর সাথে একটি বিরোধ ছিল যার ফলে এন. সি. ডি. আর. সি-র সামনে কার্যধারা শুরু হয়েছিল। আপিলকারীর আচরণে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি এবং অবশ্যই কার্যধারার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে আপিলকারীর পক্ষ থেকে কোনও যুক্তিসঙ্গত বিলম্ব হয়নি।এন. সি. ডি. আর. সি অভিযোগকারীকে ক্ষতিপূরণের পুরস্কারের সাথে চুক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার বা সুদের সাথে ফেরত চাওয়ার বিকল্প দেওয়ার অনুমতি দেয়, 'আপীলকারী ফেরত দেওয়ার জন্য এন. সি. ডি. আর. সি-র আদেশের দুই মাসের মধ্যে আবেদন করা পরবর্তী বিকল্পটি ব্যবহার করেছেন। অতএব,' তিনি আপিলকারীর আচরণ অযৌক্তিক বলে ধরে নেওয়া যায় না বা স্ট্যাম্প শুল্ক ফেরত দেওয়ার জন্য আবেদন করার ক্ষেত্রে আপীলকারীর পক্ষ থেকে কোনও ইচ্ছাকৃত বা অযৌক্তিক বিলম্ব হয়নি। এই ধরনের আবেদন অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে দায়ের করতে হবে।

৩০)কমিটি-জি. এফ. আই. এল (উপরে উল্লিখিত)-এ, এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ ভারতীয় স্ট্যাম্প আইন ১৮৯৯-এ নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার বিষয়টি নিয়ে কাজ করছিল। এই ক্ষেত্রে, এই আদালত কর্তৃক গঠিত একটি কমিটি দ্বারা স্থাবর সম্পত্তির নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সফল দরদাতারা কমিটিতে জমা দিয়েছিলেন, স্ট্যাম্প শুল্ক সহ পুরো বিক্রয় বিবেচনা। যাইহোক, লেনদেনটি পক্ষগুলির নিয়ন্ত্রণ জি-এর বাইরে থাকার কারণে ব্যর্থ হয়েছিল। আদালত লেনদেনটি বাতিল করে দেয় এবং কমিটিকে সুদ সহ বিক্রয় বিবেচনার অর্থ ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেয় এবং ক্রেতাদের স্ট্যাম্প শুল্ক ফেরত দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে যাওয়ার অনুমতি দেয়।নিলাম-ক্রেতাদের স্ট্যাম্প শুল্ক ফেরত চাওয়ার আবেদনগুলি এই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল যে আবেদনগুলি সময়-সীমাবদ্ধ ছিল।ফেরতের আবেদন প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে এই আদালতে একটি আবেদন দাখিল করা হয়েছিল।

এই আদালত তিনটি কারণে আবেদন মঞ্জুর করেছেঃ (আদালতের তত্ত্বাবধানে যে লেনদেনটি হয়েছিল, তা নিলাম-ক্রেতাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কারণগুলির জন্য সম্পন্ন করা যায়নি। আদালতের কোনও আইন কোনও ব্যক্তিকে পক্ষপাতদুষ্ট করা উচিত নয়; (ii) চুক্তি আইনের ৬৫ ধারায় মূর্ত 'পুনরুদ্ধারের নীতির পরিপ্রেক্ষিতে, কোনও বাতিল চুক্তি বা চুক্তির অধীনে কোনও ব্যক্তির দ্বারা প্রাপ্ত যে কোনও সুবিধা পুনরুদ্ধার করা বাধ্যতামূলক; এবং (iii) সমতা ও ন্যায়বিচারের আলোকে, ভারতীয় স্ট্যাম্প আইন ১৮৯৯-এর ধারা ৫০-এ নির্ধারিত ছয় মাসের সীমাবদ্ধতার সময়কালকে অবশ্যই এই আদালতের আদেশের তারিখ থেকে ছয় মাস বোঝাতে হবে।

৩১)আমরা এই বিষয়ে সচেতন যে, আইনের একটি সাধারণ নিয়ম হিসাবে, অর্থ ফেরতের অধিকার একটি বিধিবদ্ধ সৃষ্টি। সংবিধি দ্বারা পরিকল্পিত শর্তাবলী অনুযায়ী অর্থ ফেরত চাওয়া যেতে পারে। উপরে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, আপিলকারীর মামলাটি কোনও মূল বিধান দ্বারা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ নয়। এটি একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি যে এই আদালত সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় অবশ্যই সংবিধিবদ্ধ বিধানগুলিকে উপেক্ষা করবে না এবং অগ্রাহ্য করবে না, বরং অবশ্যই স্পষ্ট সংবিধিবদ্ধ বিধানগুলি নোট করতে হবে এবং সতর্কতার সাথে তার বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে হবে।[৩] 'অতএব, যদি কোনও সংবিধি একটি সীমাবদ্ধতা সময় নির্ধারণ করে, তবে এই আদালতকে অবশ্যই অনুচ্ছেদ ১৪২ এর অধীনে বিলম্বের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে ধীর হতে হবে।যাইহোক, তাত্ক্ষণিক মামলার ক্ষেত্রে যেখানে মামলার তথ্যগুলি সংবিধির আওতায় আসে না, সেই ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১৪২-এর অধীনে এই আদালতের বিলম্বকে ক্ষমা করে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করার ক্ষমতা থাকবে। আমরা মনে করি যে যেহেতু তাত্ক্ষণিক মামলায় রিফান্ডের জন্য আবেদন পূরণে বিলম্ব এনসিডিআরসি-র সামনে দীর্ঘায়িত কার্যধারার কারণে হয়েছিল, তাই বিলম্বের ভিত্তিতে আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। কোনও মামলাকারীর বিচারিক বিলম্বের উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। রিফান্ডের জন্য আবেদন প্রত্যাখ্যান করা সমতা, ন্যায়বিচার এবং ন্যায্যতা লঙ্ঘন করবে যেখানে আবেদনকারীকে বিচারিক বিলম্বের শিকার হতে বাধ্য করা হয়।অতএব, সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য এটি একটি উপযুক্ত মামলা।

৩২)উপরোক্ত কারণে, আমরা আপিলটি মঞ্জুর করছি এবং বোম্বে হাইকোর্টের বিজ্ঞ একক বিচারকের ২২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখের রায় এবং আদেশ বাতিল করছি। ফলস্বরূপ, আমরা নির্দেশ দিচ্ছি যে আপিলকারী ই-স্ট্যাম্প পেপার কেনার সময় প্রদত্ত স্ট্যাম্প শুল্ক ফেরত পাওয়ার অধিকারী হবেন, শর্তসাপেক্ষে যে আপিলকারী মুম্বাইয়ের স্ট্যাম্প কালেক্টরের কাছে ই-স্ট্যাম্প পেপারটি ফেরত দেবেন।

৩)এ আর আন্থুলে বনাম আর এস নায়েক, (১৯৮৮) ২ এস সি সি ৬০২; ইউনিয়ন কার্বাইড কর্পোরেশন বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন, (১৯৯১) ৪ এস সি সি ৫৮৪; সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন, (১৯৯৮)

৪)এস.সি.সি.৪০৯,

কালেক্টরের কাছে ই-স্ট্যাম্প পেপার সরবরাহের এক মাসের মধ্যে টাকা ফেরত প্রক্রিয়া করা হবে। আপিলকারী ১৬ জুলাই ২০১৬ থেকে ফেরতের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ৬% হারে সুদ পাওয়ার অধিকারী হবেন। মামলার পরিস্থিতিতে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

৩৩)বকেয়া আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

অঙ্কিত জ্ঞান আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen